আধুনিক কৃষিপদ্ধতিরর প্রয়োগে লুপ্তপ্রায় কৃষি- সংস্কৃতি

দেবাংসু সুরকাইত

আদিম কালের অরণ্যচারী, যাযাবর মানুষ কৃষি কার্যে লিপ্ত হওয়ার ফলে সংহত হয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় বসতি স্থাপন করলো। তারপর এই কৃষিকার্যের সঙ্গে নিজেদের জীবন জীবিকা একান্ত করে নিয়ে যে নানাবিধি ধর্ম, আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে তাদের জীবনধারা প্রবাহিত করত, তাই কৃষিজীবী সংস্কৃতি হিসাবে প্রাচীন কাল থেকে পরিচিত হয়ে আসছে। সেই সংস্কৃতির ধারায় যুগে যুগে আঙ্গিক পরিরবর্তন ঘটেছে বটে, কিন্তু মূল ধারা থেকে তা কখনও বিচ্যুত হয়নি। মধ্যযুগে গ্রামকেন্দ্রিক সভ্যতায় কৃষিজীবী মানুষের সংস্কৃতি সকলেই গ্রহণ করেছিল। বৃটিশ যুগে গ্রামকেন্দ্রিক সভ্যতায় সংস্কৃতি নগর কেন্দ্রিক হতে শু করে বটে, কিন্তু তখনও পর্যন্ত গ্রামীণ সংস্কৃতির একটা স্থিতিশীল অবস্থা ছিল। বর্তমানে স্বাধীন পরিবেশে চিরাচরিত প্রাম্য সংস্কৃতির উপকরণগুলো ক্রমেই অপসারিত হতে চলেছে। আধুনিক কৃষিপদ্ধতি ও জৈবপ্রযুক্তির উচচ ফলনশীল (HYV) বীজের যথেচ্ছাচার ব্যবহারের ফলে কৃষিজীবী সমাজের আচার - অনুষ্ঠান, শিল্প- কর্ম, ধ্যান- ধারণার দ্রুত পরিবর্তন ঘটে চলেছে। আগামী দিনে ওই সংস্কৃতির কোন ধারা আর অবশিষ্ট থাকবে কিনা সে বিষয়ে সকলের চিন্তা ভাবনার আহ্বান জানাই।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কৃষিজমির পরিমাণ গেছে কমে, ফলে কৃষক কুলের কিছু মানুষ চাষবাস ত্যাগ করে কল-কারখানা শ্রমিক মজুরের বৃত্তি নিয়ে প্রতিদিন শহরাভিমুখে পাড়ি দিচ্ছি। আবার কিছু কৃষিজীবী তাদের উৎপাদিত ফসলনায্য দামে বিক্রি করতে না পারায় দেনার দায়ে জর্জরিত হয়ে চাষের উৎসাহ হারিয়ে অন্য পেশা গ্রহণ করছে। অবশিষ্ট কৃষিককুল যারা এখনও চাষে নিযুক্ত আছে তারা চাষের সনাতন পদ্ধতি ত্যাগ করে, আধুনিক পদ্ধতিতে জৈব প্রযুক্তির উচচফলনশীল শস্য চাষের প্রতি অধিক মনোযোগী হয়ে পড়েছে। এই জৈব প্রযুক্তির মাধ্যমে পরিবর্তন করে দেওয়া হয় শস্যবীজের কোষের ভিতরের জিন-এর গঠন যার ফলে ওই শস্যে বীজ পরের রছর চাষের জন্য সংরক্ষণ করে রাখা যায় না তা ছাড়া মাটির উর্বরশক্তি ধীরে ধীরে কমিয়ে দিয়ে এক বিষাক্ত মাটিতে পরিণত করে। এই ভাবে বিনষ্ট হচ্ছে প্রথাগত কৃষিপদ্ধতি নির্ভর সোনার ফসলের সোনালী সম্ভাবনা।

হাজার হাজার বছর ধরে যে কৃশককুল তাদের নানান পরীক্ষার মাধ্যমে ধানের নানান জাত বাছাই করেছিল সেগুলো তো শুধু ফসল উৎপাদনের জন্য নয়, রসনার মজা, নান্দনিক তৃপ্তিও ছিল তার কারণ। বর্তমানে অধিক ফসল ফলানোর চেষ্টায় সনাতন চাষ পদ্ধতি ত্যাগ করে জৈব প্রযুক্তির উচচ ফলনশীল বীজ ব্যাপক হারে চাষ করার ফলে--- সনাতন কালের মূল্যবান ধানের বীজগুলো লুপ্ত হতে চলেছে। সাথে সাথে ধবংস হচ্ছে কৃষি কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ। অথচ কয়েক দশক আগেও পর্যন্ত ওই কৃষক কুল বর্ষার আগমন কামনা করে কৃষি প্রস্তুতির জন্য কত স্তব, স্থতি, লোকাচার উৎসব পালন করতো। ভাল ফসল ফলানোর বাসনায় ভূমি পুজা, বীজবপন উৎসব প্রভৃতি পালন করতো। বর্তমানে উচচফলনশীল বীজ ব্যাবহারের দাম্ভিকতায় পূর্বের লোকাচারের প্রয়োজন অনুভবকরেনা। কৃষিজীবী মানুষের সংস্কৃতিতে রসানাতৃপ্তির যে নিবীড় সম্পর্ক আছে সে গুলো এখন বড়ই বে-মানান পর্যায় পৌঁছে গেছে।

জামাই ষষ্ঠী কৃশিজীবী মানুষের এক মাঙ্গলিক উৎসব। প্রাচীন কাল থেকে হয়ে আসছে। জামাইকে আমন্ত্রন করে নানান ভোজে আপ্যায়ন করা এরা বিশেষত্ব। এক সময় ঘরে ঘরে তৈরি হত এক বিশেষ খাবার জামাই নাড়ু। এই জামাই নাড়ু তৈরির প্রধান উপকরণ হল---- মরিচশাল, মৌউলে, জামাইনাড়ু প্রভৃতি গুনণসম্পন্ন ধানের মুড়ি ও নতুন থালের গুড়। বর্তমানে উচচ ফলনশীল ধান চাষের ফলে ওই সকল গুণ সম্পন্ন ধানের বীজ প্রায় লুপ্ত। তাহলে আগামী দিনে জয়া বা অ াই, আর, এইট উচচফলনশীল ধানের মুড়ি দিয়ে জামাই নাড়ু করে সেই কদর পাওয়া যাবে তো ?

কামিনি, শ্যামা, তুলসীমুঞ্জরী প্রভৃতি ধানের চাল দিয়ে জামাইষষ্ঠীর যে সুস্বাদু ও সুগন্ধি পায়েস তৈরি হয় তা কি ওই মিনিকিট, রত্না চাল দিয়ে করা সম্ভব হবে ?

রামশাল, পশাল, দুধের, তুলসীমঞ্জরী, বাঁশকাটি প্রভৃতি স চালের ভাত আত্মীয় আপ্ায়নের যে মর্যদা আনে,পঙ্কজ, আই, আর, এইট, তাইচুন প্রভৃতি চালের ভাতে কি সেই মর্যাদায় বসানো যাবে?

জয়নগরের মোয়ার যে জগৎ জোড়া নাম তারও মুল উপাদন এক বিশেষ সুগন্ধি ধানের খই, তার নাম কনকচূড়। দিনে দিনে এই ধানের বীজও লুপ্ত হতে চলেছে। তাহলে কি আগামী দিন স্বর্ণা ধানের খই দিয়ে ওই মোয়া তৈরি করবো ? তা যদি হয় তাহলে ছেলের হাতে মোয়া পাওয়ার সামিল হবে।

আধুনিক কৃষিপদ্ধতি
বাসমতী, গোবিন্দভোগ চালদিয়ে দেবতার যে ভোগ রান্না হয়, আগামী দিনে তা ওই পুশা, ১২৮১ প্রভৃতি ধানের চাল তৈরি হওয়ার জোগাড় নিশ্চিত করা হচ্ছে। ওই সকল সনাতনি বীজ ত্যাগ করে উচচফলনশীল (HYV) বীজ ব্যবহারের বিজ্ঞাপণী বাহারে আমরা মুগ্ধ।

নতুন ধান্যে নবান্ন কবির ভাষা আজ দ্ধ। অগ্রহায়ণের ধান নতুন কাটার পরে নতুন চালে নবান্ন, নানাবিধ পিঠে, পায়েস তৈরি করা নবান্ন উৎসব বা পৌষ পার্বণের পিঠে পুলির চিরন্তন ঐতিহ্য আজ বিপন্ন ওই সকল উচচ ফলনশীল দান চ াষের প্রয়োগের ফলে।

বঙ্গের সবর্বপ্রধান কৃষিজীবী প্রসঙ্গে মহেন্দ্রনাথ করণ
বঙ্গদেশীয় পোদাখ্য পৌন্ড্রক্ষত্রিয়গণ বিশুদ্ধ কৃষিজীবী। কৃষিকার্য্যের সুবিধার জন্য ইহারা নিম্নবঙ্গের চাষবাসোপযোগী উবর্বর ভূমিতে বসবাস করিয়াছে পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। রাঢ়ীয় শ্রেণীগণ অর্থাৎ পুঁড়োবা পুন্ড্রীকাখ্য পৌন্ড্রক্ষত্রিয়গণ কৃষিকার্য্য ব্যাতীত বেশমকীট পালন, তরিতরকারী ব্যবসায়দি করিয়া থাকে। পৌন্ড্রক্ষত্রিয়গণ যে বহুকাল হইতে কৃষিজীবী তাহার প্রমাণ প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ কবি রামের প্রণীত শিবায়নে হরপাবর্বতীর কথোপকথন প্রসঙ্গে উল্লেখিত হইয়াছে।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com